যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৮ জুলাই ২০২৬, ০১:৪৬ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরা ১০ গ্রাজুয়েটের তালিকায় ৭ জনই বাংলাদেশি

ইসলাম ও জীবন ডেস্ক
প্রকাশ: ০৭ জুলাই ২০২৬, ০৮:১১ পিএম

মেধায় উত্তীর্ণরা। ছবি: সংগৃহীত

পরবর্তী খেলাসমূহ

শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ [কোয়ার্টার ফাইনাল] রাত ২টা

ফ্রান্স – মরক্কো

জিলেট স্টেডিয়াম, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র

শনিবার ১১ জুলাই ২০২৬ [কোয়ার্টার ফাইনাল] রাত ১টা

স্পেন – বেলজি...

সোফি স্টেডিয়াম, লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ ইসলামি বিদ্যাপীঠ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বাংলাদেশের জন্য গর্বের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ধর্মতত্ত্ব অনুষদের চার বছর মেয়াদি স্নাতক পর্যায়ের চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশিত সেরা দশ শিক্ষার্থীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন সাতজন বাংলাদেশি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটি শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং বাংলাদেশের মেধা, অধ্যবসায় ও ইসলামি উচ্চশিক্ষায় সক্ষমতার এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

অফিশিয়াল ফলাফলে বাংলাদেশিদের দাপুটে উপস্থিতি

গত সোমবার (৬ জুলাই) আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বিভিন্ন বিভাগের চার বছরের চূড়ান্ত গড় ফলাফলের ভিত্তিতে সেরা ১০ গ্রাজুয়েটের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে আকিদা ও দর্শন, তাফসির এবং হাদিস—এই তিন বিভাগেই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

আকিদা ও দর্শন বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয়—দুজনই বাংলাদেশি

আকিদা ও দর্শন (শুবাতুল আকিদা ওয়াল ফালসাফা) বিভাগে চার বছরের গড় ৯৪.০৮ নম্বর অর্জন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মাহবুবুল আলম।

একই বিভাগে ৯৩.৪৩ নম্বর নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন মাহফুজুর রহমান।

এছাড়া মুহা. রেজাউল করীম ৯১.০৭ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অর্জন করেছেন।

তাফসির বিভাগেও উজ্জ্বল সাফল্য

তাফসির বিভাগেও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা অসাধারণ ফলাফল করেছেন। চার বছরের গড় ৯৫.০৩ নম্বর অর্জন করে তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন মাসুম বিল্লাহ গুলজার।

এছাড়া ইয়াকুব বিন ইসহাক ৯২.২৯ নম্বর নিয়ে ষষ্ঠ এবং আতিকুল ইসলাম ৯০ নম্বর অর্জন করে দশম স্থান লাভ করেছেন।

হাদিস বিভাগেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

হাদিস বিভাগে চার বছরের গড় ৯০.০৬ নম্বর অর্জন করে সেরা দশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন জুবায়ের আহমদ।

বাংলাদেশের জন্য গর্বের অর্জন

বিশ্বজুড়ে ইসলামি শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যকে সংশ্লিষ্টরা দেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক অর্জন হিসেবে দেখছেন।

তাদের মতে, এই কৃতিত্ব শুধু শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মেধা, কঠোর পরিশ্রম ও একাডেমিক উৎকর্ষের স্বীকৃতিই নয়; বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানেরও উজ্জ্বল প্রমাণ।

ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক বার্তা

সংশ্লিষ্টদের অভিমত, আল-আজহারের মতো বিশ্বখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যতে দেশের উচ্চশিক্ষা, ইসলামি গবেষণা এবং বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখবে।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষার্থীদের তালিকায় সাত বাংলাদেশির স্থান করে নেওয়া নিঃসন্দেহে দেশের জন্য এক অনন্য গৌরবের সংবাদ। এই অর্জন প্রমাণ করে, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ পেলে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। তাদের এই সাফল্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ অর্জনে নতুন করে অনুপ্রাণিত করবে— এটাই প্রত্যাশা।